কালের কণ্ঠ

তারিখ ০6 DEC 2016
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

এবার স্ত্রী পুত্র কন্যা দিয়ে এমপিদের স্কুল কলেজ দখল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা

- সভাপতি পদে আগের মতোই মনোনয়ন, হচ্ছে না নির্বাচন
- আওয়ামী লীগ নেতারাও সভাপতি হচ্ছেন দেদার
- শিক্ষানুরাগীদের পরিচালনা কমিটিতে ঢোকার সুযোগ কম
- প্রবিধানমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেই

শরীফুল আলম সুমন ▷

বছরের পর বছর ধরে স্থানীয় সংসদ সদস্যরা তাঁদের পছন্দমতো চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি (জিবি) ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের (এসএমসি) সভাপতি হতে পারতেন। কিন্তু আদালতের রায়ে সংসদ সদস্যদের সেই সুযোগ বাতিল হয়ে যায়। সংসদ সদস্যরা বাধ্য হয়ে চলে গেলেও এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আসছেন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা। এর বাইরেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভাপতি হচ্ছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা; বিশেষ করে থানা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যাঁদের ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে সেসব শিক্ষানুরাগী সুযোগই পাচ্ছেন না। এমনকি আদালতের নির্দেশনায় সরাসরি নির্বাচনের কথা বলা হলেও আগের মতোই মনোনয়নে আটকে আছে সভাপতি পদ। নির্বাচন ছাড়াই নির্বাচিত হচ্ছেন সভাপতিরা।

একাধিক অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক বলেছেন, সংসদ সদস্যরা এলাকার নামিদামি ব্যক্তি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে তাঁদের কাছে অনুরোধ উপরোধ নিয়ে গেলে তাঁরা সেই কথার কিছুটা হলেও মূল্য দিতেন। যেকোনো কাজ বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। যদিও অনেক এমপি নিজের স্বার্থে অযাচিত হস্তক্ষেপ, অনেকে টাকা কামাইয়ের জন্য প্রভাব খাটিয়ে পাঁচ, সাত, দশটা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদ আঁকড়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁরা চলে যাওয়ার পর এখন যাঁরা সভাপতি হচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়ার খুব বেশি সুযোগ নেই। আর তাঁরা শিক্ষকদের কথা শুনতেও চান না। নিজেরা যা ভালো বোঝেন সেটাই করছেন। ফলে আগের চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনিয়ম আরো বাড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্যরা সবচেয়ে বেশি হস্তক্ষেপ করতেন শিক্ষক নিয়োগে। আর এই কাজে বড় ধরনের বাণিজ্যেরও অভিযোগ ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই নিয়োগ চলে গেছে সরকারের হাতে। এখন শিক্ষক নিয়োগ দেয় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। তবে এখনো নিজের পছন্দের শিক্ষককে সুবিধা দিতে, ভালো স্কুল হলে প্রভাব খাটিয়ে ভর্তি বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন খাত থেকে নয়ছয় করাসহ আরো কিছু অনিয়মের সুযোগ রয়ে গেছে। ফলে রাজধানীর বেশ কিছু নামিদামি প্রতিষ্ঠান এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দু-একটি প্রতিষ্ঠানে এখনো অবৈধ বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানেই বসছেন এমপি পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা।

আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সভাপতি পদে সরাসরি নির্বাচন করতে হলে প্রবিধানমালা সংশোধন প্রয়োজন। কিন্তু তা সংশোধনে আলোচনা হয়েছে তবে কাজ শুরু হয়নি। কারণ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

P.O.T